যুগান্তর

তারিখ ... 16 APR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নববর্ষে ছাত্রী লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে জাবির মেয়ে শিক্ষার্থীরা

১০ দিনের মধ্যে বিচার সম্পাদনের দাবি

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আ ফ ম কামাল উদ্দিন হলের বর্ষবরণের শোভাযাত্রা থেকে কয়েকজন ছাত্রের দ্বারা ছাত্রীকে প্রহার ও লাঞ্ছিত করার ঘটনার বিচারের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে ক্যাম্পাস। সোমবার সকালে তিন দফা দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দুই হাজার ছাত্রী ক্যাম্পাসজুড়ে বিক্ষোভ মিছিল এবং মিছিল শেষে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। এ সময় ছাত্রীদের দাবি শুনতে এসে বিক্ষোভকারীদের তোপের মুখে পড়েন ভিসি অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা। ছাত্রীদের তোপের মুখে আগামী শনিবারের সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এই ঘটনায় জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেন ভিসি। আন্দোলনকারী ছাত্রীরা ভিসিকে জানান, যদি শনিবারের সিন্ডিকেট সভা থেকে ওই ঘটনায় দোষীদের আজীবন বহিষ্কারের ব্যবস্থা না হয় তবে ছাত্রদের হলে ঢুকে অভিযুক্তদের ক্যাম্পাস থেকে উৎখাত করা হবে। ছাত্রীদের তিন দফা দাবি হল : ১. পহেলা বৈশাখের দিন দুই ছাত্রীকে শারীরিকভাবে প্রহার ও লাঞ্ছিত করার ঘটনায় অংশগ্রহণকারী চিহ্নিত করে আজীবন বহিষ্কার করা ও দোষীদের নামসহ ছবি প্রকাশ করা, শোভাউনের নামে ছাত্রী হলের সামনে ছেলেদের অশ্লীল বাক্য ছুড়ে দেয়া বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যৌন নিপীড়নের সব বিচার অভিযোগ প্রদানের ১০ দিনের মধ্যে শেষ করা।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ১৪ এপ্রিল রোববার পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে জাবির আ ফ ম কামাল উদ্দীন হল থেকে একটি বর্ষবরণ শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটির নেতৃত্ব দিচ্ছিল কামাল উদ্দীন হলের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। শোভাযাত্রা থেকে রঙ গায়ে ছিটিয়ে দিলে টারজান পয়েন্টে দুই ছাত্রী এর প্রতিবাদে কামাল উদ্দীন হলের ছাত্রলীগ কর্মী তানভীর হাসান খানকে (দর্শন বিভাগ) জুতা দিয়ে আঘাত করে। তানভীর ক্ষিপ্ত হয়ে সবার সামনে ওই ছাত্রীর গালে চড় মারে। এছাড়া ছাত্রলীগের অন্য নেতাকর্মীরা নানা ধরনের অশ্লীল বাক্য ছুড়ে দেয়। কামাল উদ্দীন হলের আরেক ছাত্রলীগের আরেক কর্মী সুবল আকাশ এ ঘটনা চাপা দিতে এসে ভিসি ও অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এরই প্রতিবাদে সোমবার সকালে ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ মিছিল বের করে। রোববার রাতেই ছাত্রীরা সব ছাত্রী হলে পৃথক পৃথক মিটিং করে ক্লাস বর্জন ও বিক্ষোভ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন হল থেকে ছাত্রীরা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় জড়ো হতে থাকে। এরপর তারা ক্যাম্পাসজুড়ে নিপীড়নকারীদের শাস্তির দাবিতে মিছিল করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. সোহেল আহমেদ জানান, তারা তিনজন ছাত্রীর দুটি অভিযোগ পেয়েছেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে দোষীদের শাস্তি দেয়া হবে।